ফোনে 'হ্যালো' শব্দের প্রয়োগ

আব্দুল হামীদ মাদানী

'হ্যালো' মনোযোগ আকর্ষণার্থ বা বিস্ময়প্রকাশক ধ্বনিবিশেষ। 'আরে!, ওহে!, এই যে!' ইত্যাদির অর্থ বুঝাতে ব্যবহার হয়।

Hello শব্দটি আমেরিকী শব্দ। এটি প্রায় সারা বিশ্বে ব্যবহার হয়। এর কাছাকাছি মূল শব্দ হল Hallo , আর এটি ব্যবহার হয় ব্রিটেনে। এর আরো প্রতিরূপ শব্দ হল Holla অথবা Hollo । এ শব্দের প্রয়োগ হয় ব্রিটেনে ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। এ শব্দ মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই ব্যবহার হয়, যার আসল অর্থ ঃ থামো।

অবশ্য অনেকের ধারণা এটি ফরাসী শব্দ Hola থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যা Ho (যার অর্থ ঃ ওহে) এবং La (যার অর্থ ঃ ওখানে) শব্দ দু'টি থেকে গঠিত হয়েছে। আর La শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Illoo থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ ঃ ওই দিকে। *(মুলতাক্বা আহলিল হাদীস ৪৫/৪১৩)*

কেউ কেউ বলেন, 'হ্যালো' শব্দটি চীন ভাষার একটি শব্দ। যার অর্থ দূরালাপ।

অনেকে বলেন, 'হ্যালো' একটি মহিলার সংক্ষিপ্ত নাম। তার পূর্ণ নাম ছিল মার্গারেট হ্যালো। সে ছিল টেলিফোন আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর প্রেমিকা। সর্বপ্রথম পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানী তাকেই তার নাম ধরে 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করেছিল বলে সেই শব্দই টেলিফোন আলাপের প্রথম শব্দ বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

স্পষ্ট যে, Hallo বা Hello (হ্যালো) শব্দের সাথে Hell ('হেল' জাহান্নাম)-এর কোন সম্বন্ধ নেই। O অক্ষর জুড়ে সম্বন্ধ বুঝানো হয় না। বরং এই শব্দ দিয়ে 'জাহান্নামী' বুঝাতে Hellish ব্যবহার করা হয়।

তাই উলামাগণ বলেন, 'হ্যালো' শব্দ ব্যবহার করা হারাম নয়।

সঊদী আরবের প্রয়াত প্রধান মুফতী শায়খ ইবনে বায (রঃ)কে রিয়ায রেডিও 'নূরুন আলাদ দার্ব' প্রোগ্রামে জিজ্ঞাসা করা হল,

هل تجوز كلمة (ألو) في الهاتف، إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى، وجهونا ووجهوا المستمعين؟

অর্থাৎ, টেলিফোনে 'হ্যালো' শব্দ কি ব্যবহার করা জায়েয? ওরা বলে, এ শব্দটি মুসলিমদের নয়, বরং এটি খ্রিষ্টানদের। এ ব্যাপারে আমাদেরকে এবং শ্রোতাবৃন্দকে সঠিক নির্দেশ দিন।

উত্তরে তিনি বললেন,

لا أعلم حرجاً في كلمة "ألو" لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وصارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال نعم بدل "ألو" كله طيب، المقصود أن "ألو" لا حرج فيها والله أعلم.

অর্থাৎ, 'হ্যালো' শব্দ ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে আমি জানি না। যেহেতু লোকে তা বলতে অভ্যাস্ত হয়েছে এবং তা তাদের কাছে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এতে কোন ক্ষতি নেই। অনারবী বহু শব্দ লোকেদের মাঝে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, তাতে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য যদি 'হ্যালো' বলার স্থলে 'নাআম' (হ্যাঁ) বলে তাহলে তা উত্তম। মোট কথা, 'হ্যালো' বলায় কোন দোষ নেই। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

আরও একজন বড় আলেম শায়খ বাক্র আবূ যায়দ বলেছেন, 'এটি ফরাসী শব্দ। আরবীতে নবোদ্ভূত। এটির প্রয়োগ নিষেধ হওয়া উচিত।' *(আদাবুল হাতেফ ১৩পৃঃ)*

এর অর্থ 'জাহান্নামী' বলে নয়, বরং শব্দটি বিজাতীয় বলে।

অধিকাংশ উলামা বলেন, টেলিফোনে 'হ্যালো' শব্দ ব্যবহার করা হারাম নয়। তবে এর স্থলে ইসলামী শব্দ 'সালাম' ব্যবহার করা উত্তম। সরাসরি সালাম দেওয়া উচিত। যেহেতু সব কথার পূর্বে হল সালাম। আর তাতে রয়েছে কম-সে-কম ১০টি সওয়াব। অবশ্য অন্য তরফে যদি অমুসলিম থাকে, তাহলে 'হ্যালো' বলতে দোষ নেই।

পক্ষান্তরে ২৪/৮/২০১০ তারীখে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় সাহারা' উর্দু পত্রিকার হাওয়ালায় ২৮/১২/২০১০ তারীখে প্রকাশিত 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় সঊদী আরবের সত্তর জন উলামার যে ফতোয়া ছাপা হয়েছে, তার ব্যাপারে আমাদের কোন অবগতি নেই। বহু অনুসন্ধানের পরেও এমন সংবাদের পাত্তা আমরা লাগাতে পারলাম না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।